গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

**বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র (BMC) সভার কার্যবিবরণী।**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভাপতি জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ০৯.০১.২০১৮ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ আয় এবং ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ব্যয়সীমা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' হিসেবে সংযুক্ত করা হ'ল।

২.০ **আলোচনা:**

২.১. সভার প্রারম্ভে সভাপতির অনুমতিক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপ-সচিব (বাজেট) মোঃ আব্দুল খালেক মল্লিক সভাকে অবহিত করেন যে, গত ০৯.০১.২০১৮ তারিখে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপে'র (BWG) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থার (পেট্রোবাংলা, বিপিসি, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রক্ষেপণের আয় ও ব্যয়সীমা চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত 'বিএমসি' সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণের আওতায় এ বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯.হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ এবং এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৯-২০ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ এবং বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এর মধ্যে এ বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ সভায় উপস্থাপন করেন। যা নিম্নরূপ:

২.২ **রাজস্ব আয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:**

অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আয়সীমা:

(কোটি টাকায়)

| মন্ত্রণালয় কোড | বিবরণ | বাজেট ২০১৭-১৮ | প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৮-১৯ | প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ | প্রক্ষেপণ ২০২০-২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২৯৯৩.৯১ | ১০০০.০০ | ১০০৫.১৮ | ১১২৫.৮০ |

২.৩ **এ বিভাগ ও এর দপ্তর/ সংস্থার রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:**

(লক্ষ টাকা)

| দপ্তর/অধিদপ্তর | প্রকৃত আয় | | বাজেট | প্রাক্কলন | প্রক্ষেপণ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ |
| সচিবালয় | ৪৮৯.৮৫ | ৫৫.১৯ | ৫১২.৮৩ | ৫২০.০০ | ৫৩০.০০ | ৫৫০.০০ |
| হাইড্রোকার্বন | - | - | | .৫০ | ১.০০ | ১.৫০ |
| জিএসবি | ১১.৫৪ | ১২.৯২ | ২০.৯০ | ১৪.০০ | ১৫.০০ | ১৬.০০ |
| বিএমডি | ৪৮৫০.৬২ | ৩৫৪১.৫৯ | ৬২০০.১০ | ৩৯৬৬.৫৮ | ৪৪৪২.৫৭ | ৪৯৭৫.৬৮ |
| বিস্ফোরক পরিদপ্তর | ৬১৫.১২ | ৬৮৮.৭৬ | ৬০৭.৬৩ | ৬৮০.৫৪ | ৬৮০.৫৪ | ৬৮০.৫৪ |
| বিপিআই | ০ | ০ | ০ | ৩০.০০ | ৪০.০০ | ৫০.০০ |
| পেট্রোবাংলা | ৭১৬৮৯.০২ | ৮১৪৩৭.১০ | ৯২০৫০.০০ | ৯১০০০.০০ | ৯২০০০.০০ | ৯৩০৬০.০০ |
| বিপিসি | ০ | ০ | ২০০০০০.০০ | ৭৫০০০.০০ | ৭৫০০০.০০ | ৭৫০০০.০০ |
| **সর্বমোট** | **৭৭৬৫৬.১৫** | **৮৫৭৩৫.৫৬** | **২৯৯৩৯১.৪৬** | **১৭১২১১.৬২** | **১৭২৭০৯.১১** | **১৭৪৩৩৩.৭২** |

*** অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত আয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.০ **বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ব্যয়:**

৩.১ অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করতে হবে। জিএসবি'র অধীনে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় (ক) "বাংলাদেশে উত্তোলনযোগ্য সাদা মাটির (White Clay) উপস্থিতি, বিস্তার, মজুদ, গুণগতমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন"। (Occurrence, extent, reserve, quality and economic potentiality of mineable White Clay of Bangladesh)" (July 2018 - June 2021) (খ) "বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের রাসায়নিক গবেষণা কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার আধুনিকীকরণ। (July 2018- June 2021) (গ) "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান( Exploration of Fresh Water Aquifer in the South-Western Coastal Areas of Bangladesh by using Geophysical Techniques (July 2018- June 2021) (ঘ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট অফিস ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ। (July2017-June2018) মোট ৪টি অননুমোদিত কর্মসূচি অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নিম্নরূপ:

**পরের পৃষ্ঠায়:**

৩.২ **অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):** (কোটি টাকায়)

| মন্ত্রণালয় কোড | বিবরণ | বাজেট ২০১৭-১৮ | প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৮-১৯ | প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ | প্রক্ষেপণ ২০২০-২১ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২২২৪.৩৩ | ২৪৪৬.৭৭ | ২৬৯১.৪৫ | ২৯৬০.৬০ |

৩.৩ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ২৩৫৭৯২.৪৮ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ২৬২৯৬৩.৮৩ ও ২৮৯৫০৩.৪০ লক্ষ টাকা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা হতে অনুন্নয়ন বাজেটে নতুন কোন কর্মসূচী প্রদান না করায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৮৮৪.৫২ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ৬১৮০.১৭ ও ৬৫৫৬.৬০ লক্ষ টাকা এ বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয়সীমা নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হলো।

৩.৪ **অনুন্নয়ন ব্যয়:**

অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে এ বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থার বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়সীমার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ

**(লক্ষ টাকা)**

| দপ্তর/সংস্থা | বাজেট ২০১৭-১৮ | বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১ |
|---|---|---|---|---|
| সচিবালয় (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ) জিএসবি'র কর্মসূচী ও ব্লু ইকোনমি সেলের বরাদ্দসহ | ১৮৬৬.২৩ | ৩৫০০.০০ | ১০৩৩.২১ | ১০৫৩.১২ |
| হাইড্রোকার্বন ইউনিট | ১৯৫.০০ | ৩০২.৮০ | ২৬৪.৭০ | ২৯০.৭০ |
| আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা | ১.১০ | .৯৫ | .৯৫ | .৯৫ |
| জিএসবি | ৬৫১৯.৫১ | ৩৩৩৬.০০ | ৩২৭১.৩১ | ৩৪৪২.০৩ |
| বিস্ফোরক পরিদপ্তর | ২৩২১.৫৬ | ৮০৮.২৭ | ৬২৫.২৯ | ৬৮৩.৬৮ |
| খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো | ২০৫.০০ | ৩৯৪.০৬ | ৩৪৮.০৭ | ৩৪৭.৮৫ |
| বিপিআই | ১৯৫.৬০ | ৫৪২.৪৪ | ৬৩৬.৬৪ | ৭৩৮.২৭ |
| **মোট অনুন্নয়ন ব্যয়=** | **১১৩০৪.০০** | **৮৮৮৪.৫২** | **৬১৮০.১৭** | **৬৫৫৬.৬০** |

৩.৫ **উন্নয়ন ব্যয়:**

**(লক্ষ টাকা)**

| দপ্তর/সংস্থা | বাজেট ২০১৭-১৮ | বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-২১ |
|---|---|---|---|---|
| সচিবালয় থোক বরাদ্দ | ৬৩৭৬৩.০০ | ০ | ০ | ০ |
| পেট্রোবাংলা | ১৩৯৪৬৫.০০ | ১৬০০০০.০০ | ১৭০০০০.০০ | ১৮০০০০.০০ |
| বিপিসি | ৫০০১.০০ | ৭৫২৯২.৪৮ | ৯২১৬৩.৮৩ | ১০৮৫০৩.৪ |
| জিএসবি | ২৯০০.০০ | ৫০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০০.০০ |
| মোট উন্নয়ন ব্যয় | ২১১১২৯.০০ | ২৩৫৭৯২.৪৮ | ২৬২৯৬৩.৮৩ | ২৮৯৫০৩.৪০ |

উল্লেখ্য যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রকল্প সাহায্য টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৪.০ প্রস্তাবিত ব্যয়সীমা (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):

**(লক্ষ টাকা)**

| দপ্তর/সংস্থা | বাজেট ২০১৭-১৮ | বাজেট প্রাক্কলন ২০১৮-১৯ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০ | বাজেট প্রক্ষেপণ ২০২০-১৮২১ |
|---|---|---|---|---|
| অনুন্নয়ন ব্যয় | ১১৩০৪.০০ | ৮৮৮৪.৫২ | ৬১৮১.১৭ | ৬৫৫৬.৬০ |
| উন্নয়ন ব্যয় | ২১১১২৯.০০ | ২৩৫৭৯২.৪৮ | ২৬২৯৬৩.৮৩ | ২৮৯৫০৩.৪০ |
| সর্বমোট ব্যয় | ২২২৪৩৩.০০ | ২৪৪৬৭৭.০০ | ২৬৯১৪৫.০০ | ২৯৬০৬০.০০ |

*** অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমার চেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কম ব্যয়সীমা এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের প্রদত্ত ব্যয় সীমার মধ্যে এ বিভাগের ব্যয়সীমা প্রস্তাব করা হলো।

**পরের পৃষ্ঠায়ঃ**

০.৫. সভায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মহাব্যবস্থাপক(হিসাব) বলেন যে, ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে বিপিসি'র আয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। বিগত অর্থ বছরগুলোতে বিপিসি লাভজনক অবস্থায় ছিল । কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপিসি'র লোকসান শুরু হয়েছে। ফলে বর্তমানে ফার্নেস অয়েল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৯.৪৭ টাকা, ডিজেল এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৮৯ টাকা এবং কেরোসিন এর ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩.৭১ টাকা বিপিসি'র লোকসান হচ্ছে। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও বিপিসি'র লোকসান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিপিসি'র বর্ধিত আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, একেবারে লভ্যাংশ না দেয়ার চেয়ে সরকারের কোষাগারে কিছু লভ্যাংশ দেয়া প্রয়োজন। তিনি বিপিসিকে ৭৫০০০.০০ লক্ষ টাকা হারে সরকারের কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান করার পরামর্শ করেন।

৫.১. জনাব তোফায়েল আহমদ, মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা বলেন যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি জনিত আদেশ জারী করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ট্রান্সমিশন কোম্পানিসমূহের মার্জিন ০.৩২ টাকা থেকে কমিয়ে ০.০১৫৬ টাকা এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের মার্জিন ০.৪৯ টাকা থেকে কমিয়ে ০.২৩ টাকা নির্ধারণ করায় কোম্পানিসমূহের পক্ষে কাঙ্খিত হারে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। কোম্পানি সমূহ হতে পেট্রোবাংলাকে প্রদেয় লভ্যাংশ (Dividend) হ্রাস পাওয়ায় পেট্রোবাংলা হতে বর্ধিত আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়।

৫.২ সভায় হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক বলেন গাড়ি ক্রয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটে কিছু বেশী বরাদ্দের প্রয়োজন এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক বলেন যে, তার অফিসে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে অনুন্নয়ন বাজেটেও কিছু বেশী বরাদ্দের প্রয়োজন। এ বিষয়ে এ বিভাগের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বলেন যে, অনুন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ বৃদ্দি করা যেতে পারে।

৬.০. সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

(ক) অনুচ্ছেদ-২.৩ এ বর্ণিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ সীমা অনুমোদন করা হ'ল;

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটে ৮৮৮৪.৫২ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ২৩৫৭৯২.৪৮ লক্ষ টাকা মোট ২৪৪৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ৬১৮১.১৭ লক্ষ টাকা এবং ৬৫৫৬.৬০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ২৬২৯৬৩.৮৩ লক্ষ টাকা এবং ২৮৯৫০৩.৪০ লক্ষ টাকা বাজেট প্রক্ষেপণ অনুমোদন করা হ'ল।

(গ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৮ হতে ২০২০ অর্থবছরের প্রক্ষেপণের বিস্তারিত বিভাজন ibas++ এ ১৮-০১-২০১৮ তারিখে এন্ট্রি সম্পন্ন করে হার্ডকপি প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী অনুন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তথ্য পূরণ করে প্রেরণ করতে হবে।

৭.০. পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**স্বাক্ষরিত/-**
১১/০১/২০১৮
(জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক ২৮.০০.০০০০.০১২.২০.০৩২.১৪.- ২৭

তারিখ: ২৮ শে পৌষ ১৪২৪ / ১১ জানুয়ারী ২০১৮খ্রীঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ যুগ্ম-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (পরিঃ ও অর্থ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন), )জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

অপর পৃষ্ঠায়ঃ

৮. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. পরিচালক, শিল্প ও শক্তিসেক্টর,আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
১২. উপ সচিব (বাজেট-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৩. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৮. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১৯. আইসিটি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ(নোটিশটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
২০. অফিস কপি।

১১.০১.১৮

(মোছাঃ হুমায়রা বেগম)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
ফোনঃ ৯৫৭০৪৮০
humayrab7@gmail.com